ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ৪র্থ পত্র: আত তাফসীরুল মুয়াসসির-২

مجموعة (ب) : الاسئلة الموجزة

সূরা ইউসুফ : سورة يوسف

৭৩। اكتب وجه التسمية لسورة يوسف - [সূরা ইউসুফের নামকরণের কারণ লেখ।]

৭৪। ما معنى الكتاب المبين؟ [الكتاب المبين -এর অর্থ কী?]

৭৫। ما الفرق بين الانزال والتنزيل؟ بين بالاختصار - [انزال ও تنزيل -এর মধ্যে পার্থক্য কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

৭৬। ما معنى احسن القصص؟ ولم سميت قصة يوسف باحسن القصص؟ [احسن القصص -এর অর্থ কী? ইউসুফ (আ)-এর কাহিনিকে احسن القصص বলার কারণ কী?]

৭৭। اذكر ايتين تتعلق باحسن القصص - [احسن القصص সম্পর্কিত দুটি আয়াত উল্লেখ কর।]

৭৮। بين اهمية الوحى وفوائده مختصرا - [ওহীর গুরুত্ব ও উপকারিতাসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

৭৯। ماذا راى يوسف في المنام وماذا كان تاويله؟ [হজরত ইউসুফ (আ) স্বপ্নে কী দেখেছিলেন? তাঁর এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী ছিল?]

৮০। اكتب اسماء الكواكب التى راى يوسف عليه الصلاة والسلام في المنام - [হজরত ইউসুফ (আ) যেসব তারকারাজি স্বপ্নে দেখেছিলেন সেগুলোর নাম লেখ।]

৮১। بين وجه ذكر الشمس والقمر بعد الكواكب في الاية "انى رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر ... الاية" - [আল্লাহ তায়ালার বাণী انى رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر -এ সূর্য ও চাঁদকে তারকাদের পর উল্লেখ করার কারণ বর্ণনা কর।]

৮২। اكتب اسماء اخوة يوسف عليه السلام - [হজরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতৃগণের নাম লেখ।]

৮৩। ما معنى الال والاهل؟ وما الفرق بينهما؟ [ال এবং الاهل -এর অর্থ কী? এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?]

৮৪। ما هي الايات في قصة يوسف واخوته بقوله تعالى "لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين"؟ [মহান আল্লাহর বাণী لقد كان في يوسف واخوته ايات

للسائلين -এ হজরত ইউসুফ (আ) ও তাঁর ভাইদের কাহিনিতে কী নিদর্শনাবলি রয়েছে?]
৮৫। ما المراد بغيابة الجب؟ واين موقعها؟ [غيابة الجب দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে এবং এর অবস্থান কোথায়?]
৮৬। من كان عزيز مصر؟ [আযীযে মিসর কে ছিলেন?]
৮৭। ما هى دعوة يوسف الى الله وهو في السجن؟ [জেলে থাকাবস্থায় হজরত ইউসুফ (আ) আল্লাহ তায়ালার নিকট কী দোয়া করেছিলেন?]
৮৮। ما هو سبب امتناع يوسف عن الخروج من السجن الا بعد البراءة؟ [অভিযোগ থেকে দায়মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত হজরত ইউসুফ (আ)-এর জেলখানা থেকে বের হতে অস্বীকৃতির কারণ কী?]
৮৯। بين سبب تبيضض عيني يعقوب - [হজরত ইয়াকুব (আ)-এর চক্ষুদ্বয় শ্বেতবর্ণ হওয়ার কারণ বর্ণনা কর।]
৯০। كيف ارتد البصر الى يعقوب عليه السلام؟ [হজরত ইয়াকুব (আ)-এর দৃষ্টিশক্তি কীভাবে ফিরে এসেছিল?]
৯১। اذكر معجزات يوسف عليه السلام بايجاز - [হজরত ইউসুফ (আ)-এর মুজিযাগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ কর।]
৯২। اكتب بعض العبر من قصة يوسف عليه السلام - [হজরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা থেকে কয়েকটি শিক্ষা উল্লেখ কর।]

সূরা আর রা'দ : سورة الرعد

৯৩। متى نزلت سورة الرعد؟ [সূরা আর রা'দ কখন অবতীর্ণ হয়েছিল?]
৯৪। ما معنى الرعد؟ [الرعد-এর অর্থ কী?]
৯৫। كيف يسبح الرعد بحمد الله تعالى؟ [الرعد কীভাবে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করে?]
৯৬। ماذا يقال عند سماع صوت الرعد؟ [বজ্রধ্বনি শুনলে কী পড়তে হয়?]
৯৭। اكتب شأن نزول الاية "ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال" - [মহান আল্লাহর বাণী ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال-এর শানে নুযুল লেখ।]
৯৮। اكتب الدعاء الذى كان يقول الرسول عليه السلام عند سماع الرعد - [রাসুলুল্লাহ (স) বজ্রধ্বনিতে যে দোয়া পাঠ করতেন তা লেখ।]

৯৯। ما معنى شديد المحال - [شديد المحال অর্থ কী? بين بالاختصار সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]
১০০। هل دعاء الكافرين مقبول عند الله تعالى؟ [কাফেরদের দোয়া কি আল্লাহ তায়ালার নিকট গৃহীত হয়?]
১০১। عرف البعث لغة واصطلاحا - [البعث-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও।]
১০২। بين قصة قبول الاسلام عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عنه - [হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা কর।]
১০৩। بين تعليم سورة الرعد - [সুরা আর রা'দ-এর শিক্ষা বর্ণনা কর।]

সূরা ইউসুফ : سورة يوسف

৭৩। সূরা ইউসুফের নামকরণের কারণ লেখ। (اكتب وجه التسمية لسورة يوسف)

উত্তর: ভূমিকা: পবিত্র কুরআনের ১২তম সূরা হলো সূরা ইউসুফ। এটি একটি মাক্কী সূরা। এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'সূরা ইউসুফ'।

নামকরণের কারণ (وجه التسمية): ১. **কেন্দ্রীয় চরিত্র:** কুরআনের অন্যান্য সূরায় সাধারণত একাধিক নবী বা বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা থাকে। কিন্তু এই সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (১-১০১ আয়াত) ধারাবাহিকভাবে শুধুমাত্র হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবনকাহিনি, তাঁর শৈশব, যৌবন, কারাবাস, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ এবং ভাইদের সাথে পুনর্মিলনের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তাই বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার কারণেই এর নাম 'সূরা ইউসুফ' রাখা হয়েছে। ২. **শিক্ষণীয় আদর্শ:** হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবনে ধৈর্য (সবর), তাকওয়া, ক্ষমা এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে, তা এই সূরার মূল প্রতিপাদ্য। ৩. **অনন্য ঘটনা:** এই সূরায় বর্ণিত ঘটনাকে আল্লাহ তায়ালা 'আহসানুল কাসাস' বা শ্রেষ্ঠ কাহিনি বলে অভিহিত করেছেন। পুরো সূরাজুড়ে ইউসুফ (আ.)-এর নাম বহুবার (২৫ বারের অধিক) উল্লেখ করা হয়েছে, যা অন্য কোনো সূরায় ঘটেনি।

উপসংহার: মূলত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনাবহুল জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ থাকার কারণেই এই সূরার নামকরণ তাঁর নামেই করা হয়েছে।

৭৪। 'আল-কিতাবুল মুবীন'-এর অর্থ কী? (ما معنى الكتاب المبين؟)

উত্তর: সূরা ইউসুফের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: (تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ)

'আল-কিতাবুল মুবীন' (الْكِتٰبُ الْمُبِيْنُ)-এর শাব্দিক অর্থ:

- 'আল-কিতাব' অর্থ গ্রন্থ বা কিতাব (আল-কুরআন)।
- 'আল-মুবীন' শব্দটি 'বায়ান' (بيان) মূলধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ— সুস্পষ্ট, প্রকাশকারী বা যা অন্যকে স্পষ্ট করে।

পারিভাষিক ও তাফসীরি অর্থ: ১. সুস্পষ্ট কিতাব: এই কিতাবের ভাষা, শব্দশৈলী এবং অর্থ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট। আরবি ভাষায় নাজিল হওয়ায় এর মর্মার্থ বোঝা সহজ। ২. **সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী:** এই কিতাব হালাল-হারাম, সত্য-মিথ্যা এবং হেদায়েত ও গোমরাহির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যরেখা টেনে দেয়। ৩. **পূর্ববর্তী ঘটনার বর্ণনাকারী:** ইহুদিরা ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা সম্পর্কে বিকৃত তথ্য জানত। এই কিতাব সেই ঘটনার প্রকৃত সত্য বা হাকিকত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। ৪. **মুজিযা:** এটি এমন এক কিতাব যার অলৌকিকত্ব দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

সারকথা: 'কিতাবুম মুবীন' বলতে এমন কিতাবকে বোঝায়, যা নিজের অর্থ প্রকাশে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং মানুষের প্রয়োজনীয় দ্বীনি বিধান ও ঐতিহাসিক সত্যকে সন্দেহমুক্তভাবে প্রকাশ করে।

৭৫। 'ইনযাল' ও 'তানযীল'-এর মধ্যে পার্থক্য কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (ما الفرق بين الانزال والتنزيل؟ بين بالاختصار)

উত্তর: কুরআন মাজিদে ওহী নাজিল করার ক্ষেত্রে 'ইনযাল' (انزال) এবং 'তানযীল' (تنزيل)—উভয় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও বাংলায় উভয়ের অর্থ 'অবতীর্ণ করা', কিন্তু আরবি ব্যাকরণ ও উসুলুল কুরআনের পরিভাষায় এর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে।

পার্থক্যসমূহ:

বিষয়	ইনযাল (الإنزال)	তানযীল (التنزيل)
১. শাব্দিক গঠন	এটি 'ইফ'আল' (افعال) বাব থেকে এসেছে।	এটি 'তাফ'ঈল' (تفعيل) বাব থেকে এসেছে।
২. অর্থগত দিক	এর অর্থ হলো 'একত্রে বা একবারে নামিয়ে দেওয়া'।	এর অর্থ হলো 'অল্প অল্প করে বা পর্যায়ক্রমে নামিয়ে দেওয়া'।
৩. কুরআনের ক্ষেত্রে	লাওহে মাহফুজ থেকে 'বাইতুল ইজ্জাহ' (প্রথম আসমান)-এ কদরের রাতে পূর্ণ কুরআন	বাইতুল ইজ্জাহ থেকে রাসূল (সা.)-এর ওপর ২৩ বছরে প্রয়োজন মাফিক অল্প অল্প

	একসঙ্গে নাজিল হওয়াকে 'ইনযাল' বলা হয়।	করে নাজিল হওয়াকে 'তানযীল' বলা হয়।
৪. পূর্ববর্তী কিতাব	তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবুর কিতাব 'ইনযাল' হয়েছিল (একবারে)।	আল-কুরআন একমাত্র কিতাব যার 'ইনযাল' ও 'তানযীল' উভয়টিই হয়েছে।

দ্রষ্টব্য: সূরা ইউসুফের ২য় আয়াতে (إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যা কুরআনের উচ্চ মর্যাদা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে আসার বিষয়টি নিশ্চিত করে।

৭৬। 'আহসানুল কাসাস'-এর অর্থ কী? ইউসুফ (আ)-এর কাহিনিকে 'আহসানুল কাসাস' বলার কারণ কী? (ما معنى احسن القصص؟ ولم سميت قصة يوسف باحسن القصص؟)

উত্তর: অর্থ: 'আহসান' (أَحْسَن) অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট বা সুন্দরতম। আর 'আল-কাসাস' (الْقَصَص) অর্থ কাহিনি বা বৃত্তান্ত। সুতরাং 'আহসানুল কাসাস' অর্থ হলো **'সর্বোৎকৃষ্ট কাহিনি'** বা সুন্দরতম উপাখ্যান।

ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনিকে 'আহসানুল কাসাস' বলার কারণ: মুফাসসিরগণ এর অনেকগুলো কারণ উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো: **১. প্লট বা ঘটনার বৈচিত্র্য:** এই কাহিনিতে প্রেম-বিরহ, হিংসা-বিদ্বেষ, ষড়যন্ত্র, দাসত্ব, রাজত্ব, কারাবাস, স্বপ্ন এবং পুনর্মিলনের এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে। কূপের গভীর থেকে রাজপ্রাসাদের সিংহাসন পর্যন্ত—এমন নাটকীয় উত্থান-পতন অন্য কোনো নবীর জীবনে এভাবে আসেনি। ২. **ক্ষমার দৃষ্টান্ত:** ভাইয়েরা হত্যার ষড়যন্ত্র করার পরেও ইউসুফ (আ.) ক্ষমতা পাওয়ার পর তাদের বলেছিলেন, ''আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।'' এটি ক্ষমার এক বিরল দৃষ্টান্ত। ৩. **চরিত্রের পবিত্রতা:** জুলেখা ও মিশরের নারীদের প্রবল প্রলোভনের মুখেও ইউসুফ (আ.)-এর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও পবিত্রতা রক্ষা করা মানব ইতিহাসের এক অনন্য শিক্ষা। ৪. **সুখকর সমাপ্তি:** কুরআনের অধিকাংশ নবীর কাহিনিতে দেখা যায় তাদের জাতি ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনিতে কেউ ধ্বংস হয়নি, বরং সবাই তওবা করে সৎপথে ফিরে এসেছে এবং আনন্দের মাধ্যমে কাহিনি শেষ হয়েছে।

৭৭। 'আহসানুল কাসাস' সম্পর্কিত দুটি আয়াত উল্লেখ কর। (اذكر ايتين تتعلق باحسن القصص)

উত্তর: পবিত্র কুরআনে 'আহসানুল কাসাস' বা ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনির তাৎপর্য বর্ণনাকারী দুটি আয়াত নিচে দেওয়া হলো:

১. সূরা ইউসুফ, আয়াত-৩: (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ) **অনুবাদ:** ''আমি আপনার নিকট সর্বোৎকৃষ্ট কাহিনি বর্ণনা করছি, এই মর্মে যে, আমি আপনার নিকট এই কুরআন ওহী যোগে পাঠিয়েছি। যদিও আপনি এর আগে (এ বিষয়ে) অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।''

২. সূরা ইউসুফ, আয়াত-১১১ (শেষ আয়াত): (لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى) **অনুবাদ:** ''তাদের (ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের) কাহিনিতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষার বিষয়। এটি কোনো মিথ্যা রটনা নয়...।''

এই দুটি আয়াতে কাহিনির শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর শিক্ষণীয় দিকটি ফুটে উঠেছে।

৭৮। ওহীর গুরুত্ব ও উপকারিতাসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (بين اهمية الوحى وفوائده مختصرا)

উত্তর: ভূমিকা: ওহী হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম এবং মানবজাতির হেদায়েতের একমাত্র নির্ভুল উৎস। সূরা ইউসুফের শুরুতে (আয়াত ৩) ওহীর প্রসঙ্গ এসেছে।

ওহীর গুরুত্ব ও উপকারিতা: ১. নির্ভুল জ্ঞানের উৎস: মানবীয় জ্ঞান (পঞ্চইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি) দ্বারা সবকিছু জানা সম্ভব নয় এবং তাতে ভুলের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ওহী হলো আল্লাহর জ্ঞান, যা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সন্দেহমুক্ত। ২. **গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান:** আল্লাহ, আখেরাত, জান্নাত-জাহান্নাম এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস মানুষ কেবল ওহীর মাধ্যমেই জানতে পারে। যেমন—নবীজি (সা.) ওহী ছাড়া ইউসুফ (আ.)-এর সঠিক ইতিহাস জানতে পারতেন না। ৩. **জীবন ব্যবস্থা:** হালাল-হারাম, আইন-কানুন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালা ওহীর মাধ্যমেই পাওয়া যায়। ৪. **আত্মিক প্রশান্তি:** ওহীর জ্ঞান মানুষকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানায়,

ফলে মানুষ মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পায় এবং সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে।

৭৯। হজরত ইউসুফ (আ) স্বপ্নে কী দেখেছিলেন? তাঁর এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী ছিল? (ماذا راى يوسف في المنام وماذا كان تاويله؟)

উত্তর: স্বপ্নের বিবরণ: হজরত ইউসুফ (আ.) শৈশবে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব (আ.)-কে বলেন: (يٰٓاَبَتِ اِنِّیْ رَاَیْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَاَیْتُهُمْ لِیْ سٰجِدِیْنَ) "হে আমার পিতা! আমি (স্বপ্নে) দেখেছি এগারোটি নক্ষত্র, সূর্য এবং চাঁদ; আমি দেখলাম তারা আমাকে সিজদা করছে।" (সূরা ইউসুফ: ৪)

স্বপ্নের ব্যাখ্যা (তাবীল): এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বাস্তবায়িত হয়েছিল প্রায় ৪০ বছর (বা মতান্তরে ৮০ বছর) পর, যখন ইউসুফ (আ.) মিশরের শাসনকর্তা হন।

- **এগারোটি নক্ষত্র:** এর দ্বারা ইউসুফ (আ.)-এর **১১ জন ভাই**-কে বোঝানো হয়েছে।
- **সূর্য ও চাঁদ:** এর দ্বারা তাঁর সম্মানিত **পিতা ও মাতা** (অথবা খালা)-কে বোঝানো হয়েছে।
- **সিজদা:** ইউসুফ (আ.)-কে সম্মান প্রদর্শনের জন্য তারা সবাই মিশরে গিয়ে তাঁর সামনে মাথানত বা সম্মানসূচক সিজদা করেছিলেন (যা সেই শরিয়তে বৈধ ছিল)।

৮০। হজরত ইউসুফ (আ) যেসব তারকারাজি স্বপ্নে দেখেছিলেন সেগুলোর নাম লেখ। (اكتب اسماء الكواكب التى راى يوسف عليه الصلاة والسلام في المنام)

উত্তর: কুরআন মাজিদে ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্নে দেখা এগারোটি নক্ষত্রের নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে (যেমন—তাফসীরে ইবনে কাসীর, কুরতুবী ও দুররে মানসুর) একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে এই নামগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিসটিতে বলা হয়েছে, এক ইহুদি পন্ডিত রাসূলুল্লাহ

(সা.)-কে এই নক্ষত্রগুলোর নাম জিজ্ঞেস করলে জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে জেনে তিনি উত্তর দেন।

নক্ষত্রগুলোর নাম হলো: ১. জারইয়াল (جَرْيَال) ২. **আত-তারিক** (الطَّارِق) ৩. **আয-যাইয়াল** (الذَّيَّال) ৪. **যুল-কাতিফাইন** (ذُو الْكَتِفَيْنِ) ৫. **কাবিস** (قَابِس) ৬. **ওয়াসসাব** (وَثَّاب) ৭. **'আমূদান** (عَمُودَان) ৮. **ফালিক** (فَالِق) ৯. **আল-মুসবিহ** (الْمُصْبِح) ১০. **আদ-দারূহ** (الضَّرُوح) ১১. **যুল-ফার'আ** (ذُو الْفَرْع) এগুলোই সেই **১১**টি তারকা যা ইউসুফ (আ.)-এর **১১** ভাইয়ের প্রতীক ছিল।

৮১। আল্লাহ তায়ালার বাণী 'ইন্নী রায়াইতু আহাদা 'আশারা কাওকাবাও ওয়াশ শামসা ওয়াল কামারা...'-এ সূর্য ও চাঁদকে তারকাদের পর উল্লেখ করার কারণ বর্ণনা কর। (بين وجه ذكر الشمس والقمر بعد الكواكب في الاية "انى رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر ... الاية")

উত্তর: আয়াত: (اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ)

সূর্য ও চাঁদকে পরে উল্লেখ করার হেকমত বা কারণ: আরবি অলংকার শাস্ত্র (বালাগাত) অনুযায়ী এখানে **'আতফ আল-খাস আলাল আম'** (عطف الخاص على العام) বা সাধারণের ওপর বিশেষের সংযোজন নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। অথবা নিচু স্তরের পর উচ্চ স্তরের উল্লেখ (الترقي) করা হয়েছে।

কারণসমূহ: ১. মর্যাদার পার্থক্য: স্বপ্নে নক্ষত্রগুলো ছিল ভাইদের প্রতীক, আর সূর্য ও চাঁদ ছিল পিতামাতার প্রতীক। ভাইদের তুলনায় পিতামাতার মর্যাদা অনেক বেশি। তাই সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সাধারণ (ভাইদের) কথা আগে বলে শেষে বিশেষ ও সম্মানিত ব্যক্তিত্বের (পিতামাতার) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২. **বিস্ময় প্রকাশ:** ভাইদের সিজদা করাটা বিস্ময়কর, কিন্তু তার চেয়েও বেশি বিস্ময়কর ও অভাবনীয় হলো পিতামাতার মতো মুরুব্বিদের সিজদা করা। তাই স্বপ্নের ভয়াবহতা ও মাহাত্ম্য বোঝাতে সূর্য ও চাঁদকে শেষে উল্লেখ করা হয়েছে। ৩. **সূর্য-চাঁদের প্রভাব:** মহাকাশে নক্ষত্রের চেয়ে সূর্য ও চাঁদের প্রভাব ও দৃশ্যমানতা বেশি, তাই বাক্যের শেষে এদের উল্লেখ করে স্বপ্নের গুরুত্ব বাড়ানো হয়েছে।

৮২। হজরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতৃগণের নাম লেখ। (اكتب اسماء اخوة يوسف عليه السلام)

উত্তর: হজরত ইউসুফ (আ.)-এর মোট **১১** জন ভাই ছিলেন। ইউসুফ (আ.) এবং তাঁর ছোট ভাই বেনিয়ামিন ছিলেন এক মায়ের (রাহিলা) সন্তান এবং বাকি **১০** জন ছিলেন অন্য মায়ের সন্তান।

ভ্রাতৃগণের নাম (বাইবেলে বর্ণিত ও ঐতিহাসিক সূত্র মতে): ১. ইয়াহুদা (يهوذا) - [সবচেয়ে প্রভাবশালী ভাই] ২. **রূবীল** (روبيل) - [সবার বড়] ৩. **শাম'উন** (شمعون) ৪. **লাবী** (لاوي) ৫. **রিয়ালুন** (ريالون) বা যবুলুন ৬. **ইশজার** (يشجر) বা ইসাকার ৭. **দান** (دان) ৮. **নাফতালী** (نفتالي) ৯. **জাদ** (جاد) ১০. **আশির** (اشير) **১১. বেনিয়ামিন** (بنيامين) - [ইউসুফ আ.-এর আপন ভাই]

এরা সবাই হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর সন্তান এবং বনী ইসরাঈলের **১২**টি গোত্রের (সিবত) মূল পুরুষ।

৮৩। 'আল' এবং 'আহল'-এর অর্থ কী? এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? (ما معنى الال والاهل؟ وما الفرق بينهما؟)

উত্তর: ভূমিকা: আরবি ভাষায় 'আল' (ال) এবং 'আহল' (الأَهْلُ) শব্দ দুটি আত্মীয়-স্বজন বা পরিবার-পরিজন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ব্যবহারিক ও ভাষাগত দিক থেকে এ দুটির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে।

অর্থ: ১. আল (ال): এর অর্থ বংশধর, অনুসারী বা বিশেষ সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিরা। যেমন—'আলে মুহাম্মাদ' (মুহাম্মাদ সা.-এর বংশধর বা অনুসারী)। ২. **আহল (الأَهْلُ):** এর অর্থ পরিবার, বাসী বা যোগ্য ব্যক্তি। যেমন—'আহলুল বাইত' (পরিবারের সদস্য), 'আহলুল ইলম' (জ্ঞানী)।

পার্থক্য:

- **রূপান্তর:** ভাষাবিদ সিবওয়াইহের মতে, মূলত 'আল' শব্দটি 'আহল' থেকেই উদ্ভূত। 'আহল'-এর 'হ' (ه) অক্ষরটি আলিফ দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে 'আল' হয়েছে।

- **ব্যবহার ক্ষেত্র:**
    - ‘আল’ শব্দটি সাধারণত সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নামের সাথে ব্যবহৃত হয়। যেমন—আলে ইবরাহীম, আলে ফিরআউন (নেতৃত্বের অর্থে)। সাধারণ বা তুচ্ছ কোনো কিছুর সাথে ‘আল’ ব্যবহৃত হয় না (যেমন—আলে মুচি বলা হয় না)।
    - অন্যদিকে ‘আহল’ শব্দটি সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ সবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এমনকি স্থান বা বস্তুর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়, যেমন—‘আহলুল মক্কা’ (মক্কাবাসী), ‘আহলুদ দার’ (ঘরবাসী)।
- **সম্পর্ক:** ‘আল’ দ্বারা রক্তের সম্পর্ক ও আকিদাগত অনুসারী উভয়ই বোঝায়। আর ‘আহল’ দ্বারা সাধারণত পারিবারিক সম্পর্ক বা স্ত্রী-সন্তান ও বসবাসকারীদের বোঝায়।

৮৪। মহান আল্লাহর বাণী ‘লাকাদ কানা ফী ইউসুফা ওয়া ইখওয়াতিহী...’-এ হজরত ইউসুফ (আ) ও তাঁর ভাইদের কাহিনিতে কী নিদর্শনাবলি রয়েছে? (ما هي الايات في قصة يوسف واخوته بقوله تعالى "لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين"؟)

উত্তর: সূরা ইউসুফের ৭ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন: (لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَ اِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ) ‘‘অবশ্যই ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনিতে জিজ্ঞাসুদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।’’

নিদর্শনসমূহ (আয়াত): মুফাসসিরগণের মতে, এখানে ‘আয়াত’ বা নিদর্শনাবলি বলতে শিক্ষণীয় বিষয় এবং নবুওয়তের প্রমাণাদি বোঝানো হয়েছে। যথা: ১. **ঐতিহাসিক সত্যতা:** মক্কার ইহুদিরা বা কুরাইশরা পরীক্ষা করার জন্য নবীজি (সা.)-কে ইউসুফ (আ.) এবং বনী ইসরাঈলের মিশরে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করেছিল। নবীজি (সা.) ওহীর মাধ্যমে এই দীর্ঘ কাহিনি হুবহু বলে দিয়েছিলেন, যা তাঁর নবুওয়তের সত্যতার এক বিশাল নিদর্শন। ২. **ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতা:** ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা তাঁকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেছেন এবং রাজত্ব দান করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো ষড়যন্ত্র টিকে না। ৩. **সবরের ফল:** ইউসুফ (আ.)-এর ধৈর্য এবং ইয়াকুব

(আ.)-এর শোক ও আশার সংমিশ্রণ মুমিনদের জন্য এক বড় নিদর্শন। ৪. **স্বপ্ন বাস্তবায়ন:** ইউসুফ (আ.)-এর দেখা স্বপ্ন দীর্ঘ ৪০ (বা ৮০) বছর পর হুবহু বাস্তবায়িত হওয়া আল্লাহর অসীম কুদরতের নিদর্শন।

৮৫। 'গায়াবাতিল জুব্ব' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে এবং এর অবস্থান কোথায়? (ما المراد بغيابة الجب؟ واين موقعها؟)

উত্তর: গায়াবাতিল জুব্ব (غَيَابَتِ الْجُبِّ)-এর অর্থ:

- 'গায়াবাত' (غيابة) অর্থ হলো কোনো বস্তুর গভীর তলদেশ বা এমন অন্ধকার স্থান যা দৃষ্টি থেকে গোপন থাকে।
- 'আল-জুব্ব' (الجب) অর্থ হলো এমন কূপ, যা ইট-পাথর দিয়ে বাঁধানো নয়; অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট গর্ত বা কূয়া। সুতরাং 'গায়াবাতিল জুব্ব' বলতে কূপের অন্ধকার তলদেশ বা গভীর গর্তের সেই অংশকে বোঝায়, যেখানে ইউসুফ (আ.)-কে নিক্ষেপ করা হলে তিনি মানুষের দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবেন।

অবস্থান (موقعها): এই কূপটির সঠিক অবস্থান নিয়ে মুফাসসির ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে: ১. **বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকট:** কারো মতে এটি জেরুজালেমের অদূরে অবস্থিত। ২. **জর্ডান:** কারো মতে এটি জর্ডান নদীর অববাহিকায়। ৩. **নাবলুস বা দোথান:** অধিকাংশের মতে, এটি ফিলিস্তিনের 'নাবলুস' অঞ্চলের নিকটবর্তী 'দোথান' নামক স্থানে অবস্থিত। কারণ, ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা সেখানেই পশু চরাতে গিয়েছিল এবং এটি মিশরগামী কাফেলার যাত্রাপথের নিকটে ছিল।

৮৬। আযীযে মিসর কে ছিলেন? (من كان عزيز مصر؟)

উত্তর: পরিচয়: কুরআনে যাকে 'আল-আযীয' (العزيز) উপাধি দিয়ে সম্বোধন করা হয়েছে, তিনি ছিলেন তৎকালীন মিশরের অর্থমন্ত্রী বা রাজকীয় রক্ষীবাহিনীর প্রধান। বাইবেলে এবং ঐতিহাসিক বর্ণনায় তার নাম **'কিতফির' (قطفير)** বা **'পটিফার' (Potiphar)** হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

পদমর্যাদা: তৎকালীন মিশরের রাজাদের উপাধি ছিল 'ফারাও' বা 'রাইয়ান ইবনে ওলিদ' (আমালিকা বংশের রাজা)। আযীয ছিলেন রাজার অত্যন্ত আস্থাভাজন এবং প্রভাবশালী মন্ত্রী। 'আযীয' শব্দটি মূলত কোনো নাম নয়, বরং এটি একটি রাষ্ট্রীয় পদবী (Title), যার অর্থ—ক্ষমতাবান, সম্মানিত বা মন্ত্রী। হজরত ইউসুফ (আ.)-কে কূয়া থেকে উদ্ধারকারী কাফেলা মিশরের বাজারে বিক্রি করতে আনলে, এই আযীযে মিসরই তাঁকে ক্রয় করেন এবং নিজ স্ত্রী জুলেখার (যার নাম ছিল রাঈল) তত্ত্বাবধানে লালন-পালন করেন। পরবর্তীতে ইউসুফ (আ.) নিজেই এই 'আযীয' পদে অধিষ্ঠিত হন।

৮৭। জেলে থাকাবস্থায় হজরত ইউসুফ (আ) আল্লাহ তায়ালার নিকট কী দোয়া করেছিলেন? (ما هى دعوة يوسف الى الله وهو في السجن؟)

উত্তর: *(দ্রষ্টব্য: প্রশ্নে 'দোয়া' শব্দটি থাকলেও আরবি প্রশ্নে 'দাওয়াহ' (আহ্বান/দাওয়াত) শব্দটি রয়েছে। প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এটি জেলখানায় সঙ্গীদের প্রতি ইউসুফ (আ.)-এর দাওয়াতকে নির্দেশ করে।)*

জেলখানায় তাওহীদের দাওয়াত: হজরত ইউসুফ (আ.) জেলখানায় থাকাকালীন নিজের বিপদ বা মুক্তির চিন্তায় মগ্ন না থেকে, সেখানেও নববী দায়িত্ব পালন করেছেন। যখন দুজন কয়েদি তাঁর কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইল, তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিলেন।

তাঁর দাওয়াতের মূল কথা (সূরা ইউসুফ ৩৯-৪০): ১. বহু প্রভুর অসারতা: তিনি বলেন, (ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) ''ভিন্ন ভিন্ন বহু রব কি উত্তম, নাকি পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?'' ২. **মূর্তিপূজার অসারতা:** তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত কর, সেগুলো কেবল কিছু নামমাত্র (মূর্তি), যার কোনো ক্ষমতা আল্লাহ দেননি। ৩. **আল্লাহর হুকুম:** তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন, (اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ) ''বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।'' তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন।

৮৮। অভিযোগ থেকে দায়মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত হজরত ইউসুফ (আ)-এর জেলখানা থেকে বের হতে অস্বীকৃতির কারণ কী? (ما هو سبب امتناع يوسف عن الخروج من السجن الا بعد البراءة؟)

উত্তর: প্রেক্ষাপট: মিশরের রাজা যখন ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হলেন এবং তাঁকে জেল থেকে সসম্মানে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন, তখন ইউসুফ (আ.) তাৎক্ষণিকভাবে বের হতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, আগে রাজার কাছে জিজ্ঞেস কর, সেই নারীদের কী অবস্থা যারা হাত কেটে ফেলেছিল?

অস্বীকৃতির কারণ: ১. কলঙ্কমুক্তি: ইউসুফ (আ.) চেয়েছিলেন জেল থেকে একজন ক্ষমাপ্রাপ্ত অপরাধী হিসেবে নয়, বরং একজন নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মানুষ হিসেবে বের হতে। যাতে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের সময় কেউ তাঁর চরিত্রের দিকে আঙুল তুলতে না পারে। ২. **আত্মসম্মান ও মর্যাদা (ইফফাত):** তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, আযীযে মিসরের অনুপস্থিতিতে তিনি তাঁর আমানতের (স্ত্রীর) খেয়ানত করেননি। ৩. **চারিত্রিক পবিত্রতা প্রতিষ্ঠা:** তিনি চেয়েছিলেন জুলেখা এবং অন্যান্য নারীরা যেন প্রকাশ্যে স্বীকার করে যে, ইউসুফ সত্যবাদী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইউসুফ (আ.)-এর এই ধৈর্যের প্রশংসা করে বলেছিলেন, ''আমি যদি ইউসুফের জায়গায় থাকতাম, তবে (মুক্তির) আহ্বানকারী আসার সাথে সাথেই সাড়া দিতাম (দেরি করতাম না)।'' এটি ইউসুফ (আ.)-এর চরম ধৈর্য ও দূরদর্শিতার প্রমাণ।

৮৯। হজরত ইয়াকুব (আ)-এর চক্ষুদ্বয় শ্বেতবর্ণ হওয়ার কারণ বর্ণনা কর। (بين سبب تبيضض عيني يعقوب)

উত্তর: সূরা ইউসুফের ৮৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন: (وَ ابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ) ''শোকে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন অসহনীয় মনস্তাপ সংবরণকারী।''

চক্ষু শ্বেতবর্ণ হওয়ার কারণ: ১. অবিরাম ক্রন্দন: প্রিয় পুত্র ইউসুফ (আ.)-কে হারানোর শোকে হজরত ইয়াকুব (আ.) দীর্ঘকাল (প্রায় ৪০ বা ৮০ বছর) কেঁদেছিলেন। অতিরিক্ত কান্নার ফলে চোখের কালো মণি বিবর্ণ হয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল, যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে 'ছানি পড়া' (Cataracts) বা অন্ধত্ব বলা

যেতে পারে। ২. **তীব্র শোক (হুজনে শাদীদ):** বেনিয়ামিনকেও হারানোর পর তাঁর শোকের মাত্রা চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। মনের ভেতর চেপে রাখা এই অসহনীয় দুঃখের প্রভাবেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। ৩. **পরীক্ষা:** এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রিয় নবীর জন্য এক কঠিন পরীক্ষা, যাতে তিনি সবরের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন।

৯০। হজরত ইয়াকুব (আ)-এর দৃষ্টিশক্তি কীভাবে ফিরে এসেছিল? (كيف ارتد البصر الى يعقوب عليه السلام؟)

উত্তর: হজরত ইয়াকুব (আ.)-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসা ছিল একটি অলৌকিক ঘটনা বা মুজিযা।

ঘটনার বিবরণ: হজরত ইউসুফ (আ.) যখন ভাইদের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করলেন, তখন তিনি নিজের গায়ের একটি জামা (কামিস) ভাইদের হাতে দিয়ে বললেন: (اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَاْتِ بَصِيْرًا) ''আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং এটি আমার পিতার মুখের ওপর রাখ, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন।'' (সূরা ইউসুফ: ৯৩)

দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া: মিশর থেকে জামাটি নিয়ে যখন কাফেলা কেনআনের দিকে রওনা হলো, তখন অনেক দূর থেকেই ইয়াকুব (আ.) ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছিলেন। এরপর যখন সুসংবাদদাতা এসে সেই জামাটি তাঁর মুখের ওপর রাখলেন, সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন এবং তিনি আগের মতো সুস্থ হয়ে গেলেন। মুফাসসিরগণ বলেন, এই জামাটি ছিল জান্নাতী পোশাক বা ইবরাহীম (আ.)-এর বিশেষ জামা, যার বরকতে অলৌকিকভাবে দৃষ্টি ফিরে এসেছিল।

৯১। হজরত ইউসুফ (আ)-এর মুজিযাগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ কর। (اذكر معجزات يوسف عليه السلام بايجاز)

উত্তর: হজরত ইউসুফ (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালা নবুওয়তের প্রমাণস্বরূপ বেশ কিছু মুজিযা দান করেছিলেন। সংক্ষেপে সেগুলো হলো:

১. স্বপ্নের ব্যাখ্যা (তাবীলুল আহাদীস): আল্লাহ তাঁকে স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা করার বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলেন। যেমন—জেলখানার সঙ্গীদের স্বপ্ন এবং মিশরের রাজার স্বপ্নের নির্ভুল ব্যাখ্যা প্রদান। ২. **জামার মুজিযা:** তাঁর গায়ের জামা পিতার মুখের ওপর রাখতেই অন্ধ পিতার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। এটি ছিল তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুজিযা। ৩. **গায়েব বা অদৃশ্যের সংবাদ:** জেলখানায় খাবার আসার পূর্বেই তিনি কয়েদিদের বলে দিতেন কী খাবার আসছে এবং তার গুণাগুণ কী হবে (আয়াত ৩৭)। ৪. **পবিত্রতা রক্ষা:** প্রবল প্রলোভন ও নির্জন পরিবেশে জুলেখার ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁকে অলৌকিকভাবে গুনাহ থেকে রক্ষা করেছেন (বুরহানে রাব্বি)। ৫. **প্রাকৃতিক জ্ঞান:** দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস এবং শস্য সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাও ছিল তাঁর নবুওয়তের এক বিশেষ নিদর্শন।

৯২। হজরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা থেকে কয়েকটি শিক্ষা উল্লেখ কর। (اكتب بعض العبر من قصة يوسف عليه السلام)

উত্তর: সূরা ইউসুফকে 'আহসানুল কাসাস' বলা হয়েছে কারণ এতে মানবজীবনের জন্য অসংখ্য শিক্ষা বা 'ইবরাত' রয়েছে। কয়েকটি প্রধান শিক্ষা নিচে দেওয়া হলো:

১. ধৈর্যের মহৎ পরিণাম: ইউসুফ (আ.) কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়া, দাসত্ববরণ এবং দীর্ঘ কারাবাসের সময় চরম ধৈর্য (সবরে জামিল) ধারণ করেছিলেন। এর ফলে আল্লাহ তাঁকে জেল থেকে রাজসিংহাসনে আসীন করেন। ২. **তাকওয়া ও পবিত্রতা:** যৌবনের তাড়না ও ক্ষমতার প্রলোভন সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর ভয়ে পাপাচার থেকে বিরত ছিলেন। শিক্ষা হলো—যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাকে অপমান থেকে রক্ষা করেন। ৩. **হিংসার পতন:** ভাইয়েরা হিংসা করে তাঁকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরই ইউসুফ (আ.)-এর কাছে মাথানত করতে হয়েছে। হিংসা হিংসুককেই ধ্বংস করে। ৪. **আল্লাহর পরিকল্পনাই বিজয়ী:** মানুষ যত ষড়যন্ত্রই করুক, আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনাই (তাকদীর) চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়িত হয়। (وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى اَمْرِهٖ) ৫. **ক্ষমা ও উদারতা:** ক্ষমতা পাওয়ার পর তিনি অপরাধী ভাইদের প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দিয়ে বলেছিলেন, ''আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।'' এটি মহানুভবতার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত।

সূরা আর রা'দ : سورة الرعد

৯৩। সূরা আর রা'দ কখন অবতীর্ণ হয়েছিল? (متى نزلت سورة الرعد؟)

উত্তর: অবতরণকাল: সূরা আর-রা'দ মাক্কী না মাদানী—এ বিষয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে: ১. **মাক্কী:** হজরত ইবনে আব্বাস (রা.), সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহ.) এবং আতা (রহ.)-এর মতে এটি মাক্কী সূরা। সূরার বিষয়বস্তু (তাওহীদ, রিসালাত ও পরকাল) এবং তেলাওয়াতের ভঙ্গি মাক্কী সূরার মতোই। ২. **মাদানী:** মুজাহিদ ও কাতাদা (রহ.)-এর মতে এটি মাদানী সূরা। ৩. **মিশ্র:** অনেকের মতে, এর কিছু আয়াত মক্কায় এবং কিছু আয়াত মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তবে বিশুদ্ধ ও অধিকাংশের মতে, এটি **মাদানী সূরা**। কারণ এতে এমন কিছু ঘটনা ও হুকুম (যেমন—আবদুল্লাহ ইবনে সালামের ইসলাম গ্রহণ এবং আহলে কিতাবদের প্রসঙ্গ) রয়েছে যা মদিনার প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৯৪। 'আর-রা'দ'-এর অর্থ কী? (ما معنى الرعد؟)

উত্তর: আভিধানিক অর্থ: 'আর-রা'দ' (الرعد) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো মেঘের গর্জন বা বজ্রধ্বনি।

পারিভাষিক ও তাফসীরি অর্থ: মুফাসসিরগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'রা'দ'-এর দুটি অর্থ হতে পারে: ১. **মেঘের গর্জন:** বৃষ্টির পূর্বে মেঘের ঘর্ষণে যে প্রচণ্ড আওয়াজ সৃষ্টি হয়, তাকে রা'দ বলা হয়। ২. **ফেরেশতার নাম:** হাদিস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ''রা'দ হলো মেঘমালা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত একজন ফেরেশতা।'' তিনি তাঁর হাতের চাবুক দিয়ে মেঘ তাড়িয়ে নিয়ে যান এবং তাঁর চাবুকের আঘাত বা কণ্ঠস্বরের আওয়াজকেই আমরা মেঘের গর্জন হিসেবে শুনি। (তিরমিযি)। এই সূরায় বজ্রের তাসবীহ পাঠ ও আল্লাহর কুদরতের বর্ণনা থাকায় এর নাম 'সূরা আর-রা'দ' রাখা হয়েছে।

৯৫। 'আর-রা'দ' কীভাবে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করে? (كيف يسبح الرعد بحمد الله تعالى؟)

উত্তর: সূরা আর-রা'দের ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন: (وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ) ''এবং মেঘের গর্জন তাঁর প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করে এবং ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে (তাসবীহ পাঠ করে)।''

তাসবীহ পাঠের ধরন: ১. হিসসী বা আক্ষরিক: যদি 'রা'দ' দ্বারা ফেরেশতা বোঝানো হয়, তবে তিনি সশব্দে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করেন। আর যদি মেঘের গর্জন বোঝানো হয়, তবে আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে প্রতিটি জড়বস্তুই নিজস্ব ভাষায় আল্লাহর জিকির করে, যা আমরা বুঝি না। ২. **মানবী বা ভাবগত:** মেঘের এই প্রচণ্ড গর্জন মানুষের মনে আল্লাহর ভয় ও মহত্ত্ব জাগিয়ে তোলে। এটি সৃষ্টিজগতকে বুঝিয়ে দেয় যে, এই গর্জনের স্রষ্টা কত মহান ও পবিত্র। এটিই তার তাসবীহ।

৯৬। বজ্রধ্বনি শুনলে কী পড়তে হয়? (ماذا يقال عند سماع صوت الرعد؟)

উত্তর: বজ্রধ্বনি বা মেঘের গর্জন শুনলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম বিশেষ দোয়া পড়তেন এবং কথা বলা বন্ধ করে দিতেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) যখন মেঘের গর্জন শুনতেন, তখন কথাবার্তা বন্ধ করে দিতেন এবং এই আয়াতটিই দোয়া হিসেবে পড়তেন:

দোয়া: (سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ) **উচ্চারণ:** *সুবহানাল্লাযী ইউসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহী ওয়াল মালাইকাতু মিন খীফাতিহী।* **অর্থ:** ''আমি সেই সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যার প্রশংসা ও ভয়ে মেঘের গর্জন এবং ফেরেশতাকুল তাসবীহ পাঠ করে।'' (মুআত্তা মালেক)

৯৭। মহান আল্লাহর বাণী 'ওয়া ইউরসিলুস সাওয়া'ইকা...' -এর শানে নুযুল লেখ। (اكتب شأن نزول الاية "ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال")

উত্তর: শানে নুযুল: ঘটনাটি আরবের এক প্রতাপশালী সর্দার (আমির ইবনে তুফাইল বা আরবাদ ইবনে রাবিয়া) সম্পর্কে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য একজন সাহাবীকে পাঠান। সে অহংকার করে বলল, ''মুহাম্মদের রব কে? সে কি সোনার তৈরি না রূপার?'' সে আল্লাহ সম্পর্কে ঔদ্ধত্যপূর্ণ তর্ক শুরু করল। সাহাবী ফিরে এসে ঘটনা জানালেন। কিছুক্ষণ পরেই আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে বজ্রপাত (সা'ইকা) প্রেরণ করেন, যা সরাসরি সেই ব্যক্তির ওপর পড়ে এবং সে জ্বলেভস্ম হয়ে যায়। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে আয়াতটি নাজিল হয়: ''তিনি বজ্রপাত প্রেরণ করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা দ্বারা আঘাত করেন; অথচ তারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত...।''

৯৮। রাসূলুল্লাহ (স) বজ্রধ্বনিতে যে দোয়া পাঠ করতেন তা লেখ। (اكتب الدعاء الذى كان يقول الرسول عليه السلام عند سماع الرعد)

উত্তর: রাসূলুল্লাহ (সা.) মেঘের গর্জন বা বিজলি চমকাতে দেখলে সাধারণত এই দোয়াটি পাঠ করতেন:

দোয়া: (اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ) **উচ্চারণ:** *আল্লাহুম্মা লা-তাকতুলনা বি-গাদাবিকা, ওয়া লা-তুহলিকনা বি-'আযাবিকা, ওয়া 'আফিনা-ক্বাবলা যালিকা।*

অর্থ: ''হে আল্লাহ! আপনি আপনার গযব দিয়ে আমাদের হত্যা করবেন না, আপনার শাস্তি দিয়ে আমাদের ধ্বংস করবেন না এবং এর পূর্বেই আমাদের ক্ষমা ও নিরাপত্তা দান করুন।'' (তিরমিযি, মুসনাদে আহমদ)

৯৯। 'শাদীদুল মিহাল' অর্থ কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (ما معنى شديد المحال؟ بين بالاختصار)

উত্তর: সূরা আর-রা'দের ১৩ নং আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তায়ালাকে (شَدِيْدُ الْمِحَالِ) বলা হয়েছে।

অর্থ ও ব্যাখ্যা: ১. কৌশলে শক্তিশালী: 'মিহাল' শব্দটি 'হীলা' (কৌশল) থেকে এসেছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে অত্যন্ত শক্তিশালী কৌশলী। ২. **কঠিন শাস্তিদাতা:** হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, এর অর্থ হলো—কঠিন শক্তি ও শাস্তির অধিকারী। ৩. **শক্তিশালী পাকড়াওকারী:** তিনি যখন কাউকে ধরেন, তখন পালানোর কোনো পথ থাকে না। মূলত কাফেররা যখন আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করে, তখন তাদের সতর্ক করা হচ্ছে যে, আল্লাহর শক্তির সামনে তাদের কোনো চালাকি বা শক্তি টিকবে না।

১০০। কাফেরদের দোয়া কি আল্লাহ তায়ালার নিকট গৃহীত হয়? (هل دعاء الكافرين مقبول عند الله تعالى؟)

উত্তর: সূরা আর-রা'দের ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন: (وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ) ''আর কাফেরদের দোয়া বা আহ্বান ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়।''

ব্যাখ্যা: ১. আখেরাতে: আখেরাতে কাফেররা জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য যত দোয়াই করুক, তা কবুল হবে না। ২. **দুনিয়াতে:** দুনিয়াতে কখনো কখনো আল্লাহ

কাফেরদের দোয়া কবুল করেন (যেমন—মজলুম কাফেরের বদদোয়া), তবে তা তাদের ঈমানের মর্যাদা দেয় না বরং তা 'ইস্তিদরাজ' (ঢিল দেওয়া) হিসেবে গণ্য হতে পারে। ৩. **ইবাদত হিসেবে:** কাফেররা মূর্তির কাছে বা আল্লাহর কাছে শিরক মিশ্রিত যে প্রার্থনা করে, তা ইবাদত হিসেবে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের শিরকপূর্ণ আহ্বান ব্যর্থ ও পথভ্রষ্ট।

১০১। 'আল-বা'ছ'-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। (عرف البعث لغة واصطلاحا)

উত্তর: আভিধানিক অর্থ (لغة): 'আল-বা'ছ' (اَلْبَعْثُ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ— ১. জাগরিত করা বা ঘুম থেকে ওঠানো। ২. প্রেরণ করা (Send)। ৩. মৃতকে জীবিত করা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (اصطلاحا): ইসলামি আকিদার পরিভাষায়, ইসরাফীল (আ.)-এর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন সকল মৃত মানুষকে তাদের কবর বা অবস্থানস্থল থেকে সশরীরে জীবিত করে হাশরের ময়দানে একত্রিত করবেন—এই পুনরুত্থান প্রক্রিয়াকে 'আল-বা'ছ' (البعث بعد الموت) বলা হয়। এটি ঈমানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুকন।

১০২। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা কর। (بين قصة قبول الاسلام عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عنه)

উত্তর: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ছিলেন মদিনার একজন বড় ইহুদি পন্ডিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনায় হিজরত করে আসার পর তিনি সত্য যাচাইয়ের জন্য নবীজির দরবারে যান। তিনি মনে মনে ভাবলেন, আমি তাঁকে তিনটি প্রশ্ন করব, যার উত্তর নবী ছাড়া কেউ দিতে পারবে না। **প্রশ্ন তিনটি ছিল:** ১. কিয়ামতের প্রথম আলামত কী? ২. জান্নাতীরা সর্বপ্রথম কোন খাবার খাবে? ৩. সন্তান কেন পিতা বা মাতার আকৃতি পায়?

রাসূলুল্লাহ (সা.) জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ওহীর আলোকে সঠিক উত্তর দিলেন। ১. আগুনের কুণ্ডলী যা মানুষকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে তাড়িয়ে নেবে। ২. মাছের কলিজার ভুনা। ৩. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যার বীর্য প্রবল হয়, সন্তান তার সাদৃশ্য পায়। উত্তর শুনে তিনি সাথে সাথে বললেন, ''আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর

রাসূল।'' সূরা আর-রা'দের ৪৩ নং আয়াতে 'যাদের কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে' বলে তাঁর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে অনেক মুফাসসির মত দিয়েছেন।

১০৩। সূরা আর রা'দ-এর শিক্ষা বর্ণনা কর। (بين تعليم سورة الرعد)

উত্তরঃ সূরা আর-রা'দ থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষাগুলো লাভ করি: ১. **তাওহীদ ও কুদরতঃ** আসমান, জমিন, সূর্য, চন্দ্র, নদ-নদী এবং ফলফলাদির জোড়া সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদ ও অসীম ক্ষমতার প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। ২. **সত্য-মিথ্যার উপমাঃ** আল্লাহ তায়ালা হক বা সত্যকে পানি ও খনিজ সম্পদের সাথে এবং বাতিল বা মিথ্যাকে ফেনা বা জঞ্জালের সাথে তুলনা করেছেন। ফেনা যেমন উড়ে যায়, মিথ্যাও তেমনি ধ্বংস হয়; আর পানি যেমন জমিনে থাকে, সত্যও তেমনি টিকে থাকে। ৩. **আল্লাহর জ্ঞানঃ** মানুষের অন্তরের গোপন কথা, গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থা এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব কিছু আল্লাহ জানেন। ৪. **ভাগ্যের পরিবর্তনঃ** ''আল্লাহ কোনো জাতির ভাগ্য ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে।'' (আয়াত ১১)—এটি এই সূরার অন্যতম বৈপ্লবিক শিক্ষা। ৫. **অন্তরের প্রশান্তিঃ** আল্লাহর জিকির বা স্মরণেই মানুষের অন্তর প্রকৃত প্রশান্তি লাভ করে। (আলা বি-জিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলূব)।